Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

জোট বাঁধো তৈরি হও

২৩ শে নভেম্বর ২০০৯ ইসিএল- এর হেড অফিসের সামনে ঠিকা শ্রমিকদের ধরনা

সাথী,

ইসিএল-এর ঠিকা শ্রমিকরা অধিকারের ব্যনারে ২৮ শে ডিসেম্বর ২০০৬ সাল থেকে তাদের ন্যায্য ও আইনি দাবি নিয়ে ইসিএল ম্যানেজমেন্ট, স্থানীয় প্রশাসন , রিজিওনাল লেবার কমিশনার কাছে বারবার অভিযোগ জানাচ্ছে। বারবার আলোচনা হচ্ছে। ভরসা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আজ অব্ধি ইসিএল ম্যানেজমেন্ট ঠিকা শ্রমিকদের জন্য আমাদের দেশের স্রম আইন প্রয়োগ করতে পারছে না। অফিসার ও স্থায়ী শ্রমিকদের সাথে ঠিকা শ্রমিকদের মজুরির পার্থক্য আকাশ ছোঁয়া। স্থায়ী শ্রমিকদের বাজার দর বড়ার সাথে সাথে ডি.এ. বারতে থাকে।ঠিকা শ্রমিকদের ভয়ানক এই বাজার দর বৃদ্ধির মধ্যেও ৭০, ৮০,৯০ টাকা দিনে মজুরি দেওয়া হয়। আমাদের দেশের সবাধিনতার বয়স ৬২ বছর। দি কন্ট্রাক্ট লেবার রেগুলেশান এন্ড অ্যাবোলিসান অ্যাক্ট, ১৯৭০ এর বয়স ২৯ বছর। নূযনতম মজুরি আইন তৈরি হয়েছে ১৯৪৮ সালে। এতদিন ধরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার গুলো ম্যানেজমেন্ট এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ট্রেড ইউনিয়ানগুলো কি করেছে যে এই আইনি দাবিগুলো ঠিকা শ্রমিকদের নতুন করে আন্দোলনে নামতে হয়?

সাথী, ম্যানেজমেন্ট আমাদের বারবার ভরসা দিচ্ছে। তারা বলেছে এতদিনের অনিয়ম এত তারাতারি শুধরাবে না। ম্যানেজমেন্ট আমাদের কোলিয়ারী ভিত্তিক ঠিকা শ্রমিকদের নাম এবং ঠিকাদারের নাম দিয়ে নির্দিষ্ট অভিযোগ জমা করতে বলেছিল। আমরা নির্দিষ্ট আভিযোগ ভিত্তিক তালিকা ম্যানেজেমেন্টের কাছে ১১।০৮।০৯ তারিখে জমা করেছি।আইন অনুযায়ী ঠিকা শ্রমিকদের কাউন্টার পেমেন্টের নোটিশ ঠিকেদারের ই.সি.এল.- এর অফিসে টানিয়ে দেবার কথা। অথচ কোনো নোটিশ ই.সি.এল. চত্বরে কোনো দিন ও পরে নি। আমরা এই বছরে ২২ শে জুন থেকে ২২শে জুলাই – এই নির্দিষ্ট সময়ে ই.সি.এল – এর সোদপুর এলাকার ঠিকা শ্রমিক এবং হেড অফিসের পার্সোনালের ঠিকা শ্রমিক যারা কাজের পয়সা কাউন্টারে পায় নি তাদের নাম কোলিয়ারীর নাম এবং ঠিকাদারের নামের তালিকা সহ উপরোক্ত অভিযোগ ম্যানেজেমেন্টের কাছে জমা করেছি । আজ তিন মাস হয়ে গেল ম্যানেজেমেন্ট এখনও পর্যন্ত শ্রমিকদের সঠিক মজুরি ও কাউন্টারে পেমেন্ট অর্থাৎ একজন অফিসারেরে সামনে অফিস চতবরে ঠিকা শ্রমিকদের পেমেন্ট করছে না ।ফলে পেমেন্ট রেজিস্টারে কোনো অফিসারের সই থাকে না । ম্যানেজেমেন্ট দি কন্ট্রাক্ট লেবার রেগুলেশান এন্ড অ্যাবোলিসান কেন্দ্রীয় রুল, ১৯৭১-এর ৭২ নং ধারা এবং সারা ভারতের কয়লা শ্রমিকদের জন্য বেতন চুক্তি (NCWA) অনুসারে ১২.৩.০ ধারা ভঙ্গ করছে। কিন্তু এর জন্য কোন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। বরং ঠিকা শ্রমিকদের পরিবার দিন দিন অতন্ত নীচু মানের জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

এই অবস্থায় ই.সি.এল – এর ম্যানেজেমেন্ট শ্রমিকদের বাধ্য করছে তাদের লড়াইকে আরো তীব্র করতে। অধিকার সংগঠনের শ্রমিকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামি ২৩ শে নভেম্বর, ২০০৯ তারিখ সাঁকতোড়িয়ায় ইসিএল- এর হেড অফিসের সামনে সকাল ১০ টা থেকে ধরনায় বসবে। এলাকার সমস্ত মানুষের কাছে আমাদের আবেদন ই.সি.এল.-এর ঠিকা শ্রমিকদের জীবিকার এই লড়াইয়ের পাশে আপনারাও দাড়ান এবং লড়াইকে শক্তিশালী করুন।

সংগ্রামী অভিনন্দন সহ

অধিকার

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark.

শ্রমিকের আধিকার, আন্দোলন, গবাষনা ও সমাজ কল্যান মূলক সংস্থা